আজকের কাগজ

তারিখ 02 FEB 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন ও শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসঙ্গে

দেশে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আছেন, অতীতের স্বৈরসরকারকে গণআন্দোলনের মাধ্যমে উৎখাত করবার ফলই এই গণতন্ত্র। কিন্তু এই গণতন্ত্রের বর্তমান সৃষ্টি হয়েছে কারও পৌষ মাস কারও সর্বনাশ। আমরা বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ সর্বনাশের কবলে পড়েছি। স্বৈরসরকারের সময় আমরা প্রতি মাসের বেতন পরবর্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে পেয়ে যেতাম কিন্তু বর্তমানে ডিসেম্বর মাসের বেতন জানুয়ারি শেষ হয়ে গেলো, ফেব্রুয়ারি কত তারিখে পাওয়া যায় তাও অনিশ্চিত। গত বছর শিক্ষক ধর্মঘটের পর সরকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার উন্নয়ন খাত থেকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করেছে। যতোটুকু জানি রাজস্ব খাতের বেতন সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী হয়ে থাকে বা দেয়া হয় কিন্তু এর মধ্যে আমাদেরকে ব্যতিক্রম করে রাখা হয়েছে। আমাদেরকে সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী বেতন দেয়া হচ্ছে না এক মাসের বেতন দুই মাস পরে দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে বেতন দেয়ার ব্যবস্থা স্বৈরসরকারের নীতিকেও হার মানিয়েছে। স্বৈরসরকার ৬ষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলো; বিনিময়ে ভর্তুকি হিসেবে প্রতি বিদ্যালয়ে ছাত্রীর সংখ্যা অনুযায়ী খুব সামান্য ভর্তুকি দিয়ে থাকত যা বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের থেকে অতীতের নেয়া বেতনের এক-চতুর্থাংশও হয় না। তবুও বিদ্যালয়গুলো কোনো রকমে টিকে আছে, অপরদিকে বর্তমান সরকার সেই ভর্তুকিও নিয়মিত দিচ্ছে না। যেমন '৯২ সনের প্রথম ভাগের ভর্তুকি এখনও পাওয়া যায়নি। এইভাবে ভর্তুকির অনিয়মের ফলে বিদ্যালয় থেকে দেয় শিক্ষকদের বেতন অনেক বিদ্যালয় নিয়মিত পরিশোধ করতে পারছে না। শিক্ষকেরা একদিকে বিদ্যালয়ের বেতন পাচ্ছে না অন্যদিকে সরকারের দেয় ৭০% তাও এক মাসের বেতন তৃতীয় মাসে পাওয়া অনিশ্চিত। এই দুই দিকের টানা-পড়নে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সীমাহীন ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। এ অবস্থায় এই গণতান্ত্রিক সরকারের বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবস্থা একবার ভেবে দেখার জন্যে আবেদন জানাচ্ছি। সরকার বিভিন্ন জনসভায় উচ্চকণ্ঠে বলে থাকেন ৮ম

শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কতোটুকু অবৈতনিক হয়েছে বা কার্যকরি হয়েছে তা যদি কেউ একবার ব্যাখ্যা করে সংবাদপত্রে তুলে ধরেন তাহলেই এই ব্যবস্থার প্রকৃত গলদ জনসম্মুখে উন্মোচিত হয়।

মুকুল কুমার ভট্টাচার্য (বিএসসিবিএড),
শিক্ষক বিনাজুরী নবীন উচ্চ বিদ্যালয়, রাউজান।